বিতর্ক নিয়ে দু'চার কথা

ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান

- প্রাক্তন রীডার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্ট্

কলকাতায় এক প্রথিতযশা শিল্পীর মন্তব্যকে ঘিরে বেশ আলোড়ন হলো, তিনি মকবুল ফিদা হুসেন। তাঁর মন্তব্য "কলকাতার শিল্পীরা ৯০ শতাংশই অন্তঃসারহীন। তাঁরাই কেবল বড় মাপের শিল্পী যাঁরা দেখাতে পারেন দীর্ঘকাল উঁচু মাপের কাজ করে যাওয়ার স্ট্যামিনা"।

এই মন্তব্যকে ঘিরে বেশ কয়েকদিন কলকাতার শিল্পী, মহল, শিল্প সমালোচক, সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ জনদের মধ্যে বেশ তেলপাড় হলো। বিষয়টি নিয়ে প্রচারমাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়ে তিলকে তাল করে টালমাটাল বাঁধিয়ে দিলো জনসাধারণের কাছে। তাই শিল্পী হিসাবে যেখানেই গেছি কৈফিয়তের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর মিডিয়াও ছেড়ে কথা বলেনি। যাই হোক এই বিষয়ে কিছু লেখার জন্যও অনুরোধ আসে। তাই আঁকা ও মূর্তিগড়ার কাজ ছেড়েকিছু লেখার চেষ্টা করছি। যদি কিছু গ্রহণযোগ্যতা থাকে তবে খুশিই হব।

ফিদা হুসেন নিজেকে লাইম লাইটে আনার জন্য বিতর্কমূলক অনেক কথা প্রচার মাধ্যমকে ছুঁড়ে দেন। তাই নিয়ে অনেক হৈচৈ হয়। আর তিনি নিজের অস্তিত্ব ও প্রচার পুরোমাত্রায় পেয়ে যান। যেটা তিনি সর্বান্তঃকরণে চান। প্রচার মাধ্যমও এই সুযোগটি নেওয়ার জন্য হুসেনকে ইন্ধন দেয়। আবার প্রচারের সময় বিশেষ জায়গায় অতিরঞ্জিত করার প্রয়াস দেখা যায়। তাকে ঘিরে দু'একজন লেখক যাঁরা ঝোলে ঝালে অম্বলে অবাধ গতিতে বিচরণ করেন,, তাঁরা লেখনীর ধারে ভাষার মারপ্যাঁচে বেশ মুখরোচক করে তোলেন। এঁরা রাতারাতি শিল্পবোদ্ধাও হয়ে ওঠেন। এঁরাই হুসেনকে কিংবদন্তী বানিয়েছেন। কথায় আছে না, "গেঁও যোগী ভিখ্ পায় না, গাঁয়ে রাম -- রামা বা রামুক, আর বাইরের রামু - রামবাবু। বাঙ্গালীদের মধ্যে এই স্বভাবের প্রাচুর্যটা বেশী।

যাই হোক শিল্পী হিসাবে ফিদা হুসেন প্রতিষ্ঠিত একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমি ঠিক ততটা স্বীকার করিনা। এটা আমার অক্ষমতাও বলতে পারেন। তবুও বলি অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় করা এটা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। গণতান্ত্রিক দেশে সকলের স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাই বলে অন্যের অধিকার খর্ব করে, সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ভালোমন্দ বিচার না করে মতামত প্রকাশ করা কখনোউচিত নয়। তিনি যত বড়দরেররই মানুষ হোন না কেন। একে কি গণতান্ত্রিক বাক্স্বাধীনতা বলে না। কিন্তু অদৃষ্টেরপরিহাস কি জানেন --- কয়েকজন লেখক লেখনীর তীক্ষ্ম অনুসন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন হুসেন সাহেবকে বাঁচাবারজন্য। তাঁরা প্রমাণ করলেন, স্বাধীন মতামতের অধিকার হুসেনের এই উক্তি যথাযথ। জানি না তাঁরা কতদূর শিল্পবোদ্ধ। যদি বলি আপনি কে হে মশায় ময়ুরে পালক গুঁজে কাক হয়ে ময়ূর সাজছেন বা উল্টোটা! প্রতিবাদের লেখা লিখতে গিয়ে ঘৃণা এসে যাচ্ছে।

হুসেনের এই মন্তব্যে বাঙ্গালী শিল্পীমহলে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেল। হুসেন বাঙালীদের অতিথি হয়ে এসে আতিথেয়তার সবকিছু অধিকার আদায় করে আমাদেরই অপমান করলো--- শুধু আমাদের নয়, আমাদের শিল্পী সম্প্রদায়ের সকলকে। যে অপমান করলো তাঁকে নিয়ে লেখকেরা নাচানাচি করলেন আর যারা অপমানিত হলো, বিনাদোষে তাদের তিরস্কার

করলেন। হায়রে বঙ্গপুঙ্গব সব! কাজে কর্মে, জ্ঞানে বুদ্ধিতে, জাতে, সম্মানে সব কিছুতে গোলামী করলে। সব কিছুই খুইয়েছি আমরা। তাই সব জায়গা থেকে বিতাড়িত হচ্ছি। আমাদের মধ্যে বিবেকের দংশন নেই,আমরা সর্বস্ব খুইয়ে আজ বড় নিঃস্ব। তোষামোদি ছাড়া আমাদের বাঁচার আর পথ নেই। সে মানুষও নেই। বিবেকানন্দ যখন বানরের তাড়া খেয়ে ছুটছিলেন, তখন এক সাধু বলেছিলেন "খে দাঁড়া বেটা" খে দাঁড়াতেই বানরেরা উল্টো দিকে ছুটতে শু করেছিল। বিবেকানন্দ গু হিসাবে মেনে ছিলেন তাঁকেও। তিনি একটি কথায় নতুন পথেরসন্ধান পেলেন। কিন্তু আমাদের হয়ে খে দাঁড়াতে বলার কেউ নেই। সমাজে এই ভাঙ্গনের খেলা এখন সর্বত্র। আমাদের বাইরের লোকেও তাড়ায়, আবার নিজেদের লোকও নিজেদের ঘৃণা করে। আমরা যে বাঙ্গালী কাঁকড়া। এ কথা মিথ্যা হবার নয়।

যে কোন পত্র পত্রিকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার একটা দায় ও দায়িত্ব বোধহয় থেকেই যায়। এই পাঠ করেই চুকিয়ে ফেলেছি আমরা। কিন্তু এঁরা এই ধরনের নিকৃষ্ট মন্তব্যকে সঠিক স্বীকৃতি দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। হুসেনকে শিল্পের শীর্ষস্থানে বসিয়ে তাঁর বক্তব্য যথাযথ প্রমাণ করে বাঙ্গালী শিল্পীদের মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালেন।তবু শুনে রাখুন, এখনো বাঙ্গালী শিল্পীরা যা করেন ভূভারতে তার কদর যে কোন জায়গায় যে কোন শিল্পীর শিল্প রচনা থেকে কোন অংশেই কম নয়, বরং অনেক বেশী। একটা শুধু আমার কথা নয়, বাংলার বাইরে যাঁরা শিল্প সংগ্রহকরেন, এটি তাদেরই কথা। সারা ভারতে ও বাইরে বাংলার শিল্পই বেশী বিক্রি হয়। তাই হুসেন বারে বারে বাংলায় আসেন তাঁর নিজের ফুট্‌স্টেপ্‌কে ঠিক রাখতে তাঁর ভয় ও ভীতি তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়। তিনি নিজে জানেন বাঙ্গালী শিল্পীরা তাঁর মর্যাদা না দিলে, তিনি স্বীকৃতির স্বচ্ছতা পাচ্ছেন না। এটাই তাঁর অহংবোধে লেগেছে। বাঙালী শিল্পীদের শিল্পের সর্বভারতীয় কদরকে তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

উনি বহুদিন আগে বার দুয়েক সর্বভারতীয় স্তরে শিল্পীদের লিষ্ট তৈরী করেছিলেন। এক, দুই, তিন, এইভাবে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে দশজনের লিষ্ট করে প্রচার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। আমি যদি বলি এ দায়িত্ব তাঁকে কে দিয়েছিল এবং কেন? না, নিজেই বিচারকের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? স্বাধীন মতামত প্রকাশেরও একটি অধিকার থাকা চাই। সব অধিকার সকলের থাকা উচিত নয়। অধিকার অর্জন করতে হয়। এই অধিকার প্রয়োগের অধিকার দেশ, কাল, পাত্র অর্থাৎ জনসাধারণই দিয়ে থাকেন। এই বোধটুকু আমরা মাঝে মধ্যে হারিয়ে ফেলি। বোধের বাইরে কোন কথাকে আমার প্রলাপ বলি। এই প্রলাপকে আমরা আলাপ আলোচনায় মুখর করে তুলি। তখনি হয়ে ওঠে সংবাদ। সংবাদ পরিবেশন কখনও কুচি পূর্ণ হওয়া উচিত নয়। এই সংবাদের সাথে যুক্ত হয় স্বার্থ। আমার স্বার্থ রাখতে গিয়ে অন্যের স্বার্থহানি করছি কিনা অর্থাৎ, সকলের স্বার্থ শ্রেণীস্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থ, সমাজ ও দেশের স্বার্থহানি হচ্ছে কিনা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। কি বললাম? কেন বললাম? সর্বোপরি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির স্বার্থহানি হচ্ছে না তো? জ্ঞান বা গুণ থাকলেই জ্ঞানী বা গুণী হওয়া যায় না। তার সঠিক প্রয়োগেরও প্রয়োজন আছে। প্রকৃত সাংবাদিক হওয়া সহজ কথা নয়। নির্লোভ, নিরহংকার, বিবেকবান, সৎ, সাহসী ও নিষ্ঠাবান হওয়া একান্ত কাম্য। এ উপদেশ নয়, আমার প্রার্থনা।

প্রচার মাধ্যমের আলোকে আলোকিত হওয়ার জন্য হুসেন প্রায়শঃই অভিনব গিমিকের আশ্রম নেন। প্রথম গিমিক আমি মনে করি --- "পহলে দর্শণধারী ফিরে গুণ বিচারি"। কালো পোষাক, খালি পা, হাতে লাঠির মতো লম্বা তুলি। এ কিরে বাবা! শিল্পী হতে গেলে বা শিল্পী হিসাবে রাস্তাঘাটে নিজেকে চেনাতে হলে এ গুলোর দরকার আছে বুঝি। ভাগ্যিস্ ছবি আঁকেন তাই লাঠির মতো তুলি হাতে আসেন, ভাস্কর হলে তো ছেনি হাতুড়ি, বাটালী এবং ম্যালেট কি না দরকার হতো। বাসে ট্রামে এই নিয়ে চাপলে কি না হতো। কারণ এগুলোর আকৃতি তো নর্মাল সাইজের দশ বারো গুণ হতো। ও না, উনিতো আবার বাসে ট্রামে চাপেন না, ওনার পা ভূমি স্পর্শ করে না। তা হোক সেগুলোর প্রয়োজন আছে। আছে! বুঝতে পারছি না। নইলে রাস্তাঘাটে শিল্পী বলে চিনবে কেমন করে। ইদানিং একটা ট্রেন্ডয়ে দাঁড়িয়েছে, অনেক উঁচুমাপের কোন শ্রদ্ধার জনকে বা তাঁর কাজকে খাটো করে দেখিয়ে, নিজেকে অনেক বড়মাপের এবং বেশ বোদ্ধা এটা প্রমাণ করা। যেমন বেশ কয়েক বছর আগে একটি ইংরেজী ম্যাগাজিন --- অজন্তা শিল্প শিল্পই নয় এবং বেঙ্গল আর্ট আর্টই নয়, এমন মতামত হুসেন প্রকাশ করেছিলেন।

গিমিকের লিস্ট করলে লেখার কাগজ ফুরিয়ে যাবে, তবু দু'চার লাইনে একটু চেয়ে দেখার দরকার। একবার ইন্দিরা গান্ধীকে দেবী দুর্গারূপে আঁকলেন, সরকারী দাক্ষিণ্য পাওয়ার আশায়। সুনীল গাওস্কারের দশহাজার রানকরা নিয়ে, অমিত

াভ বচচনের সিলসিলা, মাধুরী দীক্ষিতকে দিয়ে বিভিন্ন পোজ নিয়ে গজগামিনী , গুজরাতের হাঙ্গামা, ইরাক কুয়েত এবং অ ার ও অনেক কিছু। এমনকি অপু দূর্গার হাত ধরে বাঙ্গালী সেন্টিমেন্ট ও জয় করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কতটা সফল এই প্লটা থেকেই যায়। একবার টাটা সেন্টারে কয়েকটি বিশাল মাপের ছবি এঁকে পরে জনসাধারণের সামনে সাদা রং দিয়ে মুছে ফেলেছিলেন। প্রতিমা বিসর্জনের মতো। কারণ ঠিক তার কিছুদিন আগে আমাদের বন্ধুবর বিক াশ ভট্টাচার্যের ছবি বেশ উঁচু দামে বিক্রি হয়েছিল। এটা তাঁর মনে খুব আঘাত করেছিল। তিনি তাঁর আঁকা ছবি সাদা রং দিয়ে মুখে সংবাদ প্রচার মাধ্যমে প্রচার করলেন, "শিল্পীর সৃষ্টিকে টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না।" তাঁর চেয়ে কেউ বড়ে া হোক বা তাঁর ছবির চেয়ে অন্যের ছবির মূল্য বেশী হোক, এটা তিনি কখনো মেনে নিতে পারেন নি। এটা তাঁর অহংবোধে লেগেছিল। তাও আমরা কোন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু প্রচার মাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়ে হুসেনকে বাহবা দিল। এই না হলে হুসেন। প্রান্তে প্রান্তে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আমার প্রশ্ন--- শিল্পকেস্রষ্টা নষ্ট করতে পারেন কি? হাঁা পারেন, তার মনোমত না হলে। শিল্প করার অধিকার শিল্পীর আছে কিন্তু বিনা কারণে নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। আমরা প্রতিবাদ না করে দর্শক হয়ে গিমিক উপভোগ করলাম। আমরা বাঙ্গালীরা নীলকণ্ঠ। অন্যের গরল নিয়ে নাচবো, মাতামাতি করবো কিন্তু অমৃতভাণ্ড চিনবো না। আমরা পরাশ্রয়ী, পরজীবি, তাই প্রত্যেকের কাছে আমরা অবহেলার পাত্র। আমরা এক অদ্ভুত প্রকৃতির। আমরা কি চাই তা নিজেরাই জানি না।

একবার সরস্বতী এবং সীতাকে নগ্নভাবে এঁকে বিতর্কের ঝড় তুললেন। তাই নিয়ে খুব হৈ চৈ হলো। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা সরব হলো। নগ্নতা শিল্প - সৌকর্য্যের একটা বিশেষ দিক কিন্তু কোথায় এর সঠিক প্রয়োগ করা যায়, তা শিল্পীকে ভাবতে হবে জানতেও হবে। কারণ শিল্প লোকশিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। শিল্পী সমাজেরবাইরে নন। শিল্পীর স্বাধীনতা থ াকবে, আছেও কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহারের স্বাধীনতা কখনোই কাম্য নয়। যাঁরা এটা করেন তাঁদের এটা একপ্রকার হঠক ারিতা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই নিয়ে হৈ চৈ হলো, তিনি শারীরিক ভাবে আক্রান্ত হলেন, তাঁর বাড়ী তছনছ হলো। তিনি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিলেন। তিনি জানেন এটাই একমাত্র নিরাপদজায়গা ও আশ্রয়। আর যাই হোক বাঙালীরা তাঁকে ফেলে দেবে না, এটা তিনি ভালোভাবেই জানেন। হলোও তাই। বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা পদযাত্রা করলেন হুসেনের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে। এটা নিয়ে অনেক লেখালেখিও হলো। খুব ভালো কথা, তবু হুসেনের এমন মন্তব্য কেন? আমি শিল্পী হয়ে বলছি, আমি এটা মেনে নিতে পারিনি। বোধহয় আমি ঠিক বুদ্ধিজীবী নই বলে পারিনি। অথবা শিল্পী হয়ে আমি বোধহয় একটু গোঁড়া। আমি মনে করি মাতৃস্থানীয়াদের এভাবে দেখতে বা দেখাতে আমার বিবেকে বাধে। এ ভাবে দেখাতে পারা যায় কি? আমি মানি বা না মানি, অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জায়গায় এটা কতটা কাম্য? এটা তো অনভিপ্রেত।

আমাদের দেশের অনেক মন্দির গাত্রে নগ্নমূর্ত্তি আছে কিন্তু দেবদেবীর ক্ষেত্রে এই নগ্নতা বিশেষ কারণ ছাড়ানেই। আর ঘরে ঘরে যার পুজো হয় তার তো নয়ই। আমাদের কালী দিগ্‌বসনা। কিন্তু শিল্পী তাঁর কল্পলোকের মানস প্রতিমাকে হাতের পর হাত সাজিয়ে বসন ও ভূষণে রূপ দিলেন। নগ্ন তো মনে হয় না। ভারতীয় মন্দির গাত্রে অনেক মিথুন - মূর্ত্তি আছে কিন্তু কখনোই কুৎসিত বা নগ্ন মনে হয় না। দেবদেবীর অলংকারই এখানে ভূষণের কাজ করেছে। গায়ের উপর কয়েকটি রেখার বিন্যাসই বসনের কাজ করেছে। বে আব্রু মনে হয় না। বাসন ভূষণ সজ্জিতারা ইঙ্গিতেই নগ্ন হয়ে পড়েন। নগ্নরূপ সৌন্দর্যের সার্থকতা। অনেক সময় নন্দনতত্ত্বের চূড়ান্তরূপ মনে হয়। পাশ্চাত্যেরমতো এতো নগ্ন ছবিতো আমাদের দেশে আঁ াকা হয় নি। কোথাও নগ্নতা পীড়াদায়ক নয়। বরং সৌন্দর্যমণ্ডিত অপরূপরূপ। কিন্তু মাতৃজ্ঞানে যাকে দেখা হয়েছে, বা অন্য কেউ দেখে থাকেন, তাঁকে তাঁরা কোনদিন নগ্নরূপ দেননি। দেওয়া উচিত নয়। এতে শিল্পের মর্যাদাহানি হয়। মেরী মাতা বা খৃষ্টকে কখনো এই ভাবে আঁকার ধৃষ্টতা কোন পাশ্চাত্যবা প্রাচ্য শিল্পী দেখাননি। অথচ আমাদের দেশে মহাবীর পার্শ্বনাথ ও বুদ্ধমূর্ত্তিকে কোথাও কোথও দিগম্বর করা হয়েছে, তখন তিনি পার্থিব সব কিছুর বাইরে। মূর্ত্তির সামনে দাঁড়ালে দিগম্বর তো মনেই হবে না বরং দর্শকের মোহমুক্তি ঘটবে। এই হচ্ছে শিল্পের প্রকৃত গুণ ও মাধুর্য। শিল্পের উৎকর্ষতা। সবকিছুকে ভুলিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। শুনেছি ও পড়েছি রামকৃষ্ণের এমন ভাবসমাধি হতো। সব কিছুরই ত্যাগ, বন্ধনমুক্তি, এখ ানেই শিল্পের লোকালয় ও সমাজ জয়, শিল্পীর উত্তরণ, শিল্প সাধনার চরম উৎকর্ষতা। তিনিই সাধক শিল্পী।

এরপর আসে সংস্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কার কোথায় কতটা আঘাত লাগবে, এটা সমাজে বাস করতে হলে জানা বিশেষ

জরী। শিল্পী বলে সাতখুন মাপ হয় না। তিনি কি পারবেন মেরী, যিশু, হজরত বা পয়গম্বরকে নগ্নভাবে আঁকতে! অথবা নিজের মাতৃস্থানীয়াদের যে সাহস তাঁর হবে কি? গিমিকের একটা মাত্রাবোধ থাকা উচিত।

তিনি বলেছেন, ''কলকাতার শিল্পীরা ৯০ শতাংশই অন্তঃসারহীন। তাঁরাই কেবল বড় মাপের শিল্পী যাঁরা দেখাতে পারেন দীর্ঘকাল উঁচুমানের কাজ করে যাওয়ার স্ট্যামিনা''। শুদ্ধ কি তাই? স্ট্যামিনার সাথে হৃদয়ের স্পর্শ চাই, চাই বোধ, চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি। আর দক্ষতার সাথে মেধার সংযোগ ও স্ফুরণ। জীবনের যে কোন জায়গায় সঠিক প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে প্রত্যেকেরই দীর্ঘকালীন উঁচুমানের কাজ করার স্ট্যামিনার প্রয়োজন আছে। সাধারণক্ষেতমজুর থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠনাম করা মানুষের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। যার যেমন তারতেমন। চাই যত্ন, ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর আত্মমগ্নতা। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন। রাতারাতি কিছুই হয় না। এ তো নতুনকিছু নয়। তবে এই নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি ছিল? ক্ষেতেও উঁচুমানের পুষ্ট বেশী উৎপাদনের ফসল পেতে গেসে দীর্ঘকালীন স্ট্যামিনা সহযোগে নিরলস পরিশ্রমের দ্বারা বিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন। কোন কিছুকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। যাঁরা দিনের পর দিন একই প্রফেসনে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের আঘাত লেগেছে আত্মাভিমানে, আত্মসম্মানের জায়গায়। একই প্রফেসনের সাধনালব্ধ অস্তিত্বের অবমাননা। বাঙ্গালী শিল্পীরা এ আঘাতটা নেবেন কেন?এখানকার কয়জন শিল্পীরা কথা তিনি সঠিক ভাবে জানেন। তিনি ভুলে গেছেন এক সময় তিনি ব্যানার পেন্টার ছিলেন। সেখান থেকে তুলে এনে ভারতীয় শিল্পীরা তাঁকে শিল্পীর প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং সরকারী আনুকূল্য তো বটেই। এখন তিনি ওপর মহলে ভেসে বেড়ান, তাই মাটির স্পর্শ হারিয়েছেন।

হুসেনের সমর্থনে একজন বিদদ্ধ লেখক লিখেই লিখলেন ''কাক কাকের মাংস খেয়েই থাকে''। লেখাটি পড়ে বিস্মিত হলাম। আমি একটু প্রতিবাদ করে বলি--- কাককে কাকের মাংস খাওয়ান হয় অনেক কিছু গোপন রেখে অথবা অতিরঞ্জিত করে বিপথে ঠেলে দিয়ে এতো বিকৃতচির পরিচয়। খায় অনন্যোপায় হয়ে অথবা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে। ব্যক্তিগত আক্রোশে অনেক রথী মহারথী একে অপরের দিকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করেন, কিন্তু এটা কাম্য নয়। এটাকে থামিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা না করে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলা ঠিক নয়। কিন্তু হুসেন সাহেব শিল্পী ও শিল্প সমালোচনা করতে গিয়ে এতটি বিশেষ অঞ্চলের শিল্প ও শিল্পী মহলকে অযথা এই কুৎসিত মন্তব্য করেন ঈর্ষাকাতর হয়ে, পিকাসো তো ব্রাককে মাদাম পিকাসো বলে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু কখনোই প্যারিসের শিল্পী-সম্প্রদায়কে খাটো বা ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করেন নি। সালভাদর দালি বলতেন তিনিই ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি তো গিমিকের রাজা কিন্তু কোনও অঞ্চলের শিল্প বা শিল্পীদের নিম্নমাপের বলেননি। বরং শিল্পীও শিল্পকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। আমার মাস্টারমহাশয়ের কাছে শোনা--- ব্রাকুসির ইনটারভিউয়ের জন্য বি. বি. সি মাস্টার মশায়কে অনুরোধ করেছিলেন। ব্রাকুসি মিডিয়ার সামনে কখনো আসতে চাইতেন না। মাস্টারমশায়ের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি, তাই তিনি মাস্টারমশায়কে বসেছিলেন ''তুমি কি ভাবে শু করতে চাও বল''। মাস্টারমশায় বলেছিলেন ব্রাকুসি একজন গ্রেট মর্ডান মাস্টার যাঁর ইনটারভিউ নেওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছেন এবং জনসাধারণ তাঁর কিছু বক্তব্য শুনতে পাবেন। ব্রাকুসি মাস্টারমশায়কে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, শুতেই ভুল, কারণ তিনি কখনোই গ্রেট নন। তিনি গ্রেট হতেও চান না। কারণ গ্রেটসের পেডেস্টাল বড় ছোট হয়। সব জায়গায় বড় জড়সড় হয়ে দাঁড়াতে হয়। যে কোন মূহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই বসে তিনি মাস্টরমশায়কে বিদায় দিলেন। অথচ এই ব্রাকুসিই Father of the modem Sculpture । ব্যক্তিগত রেশারেশিতে একজন অপরকে খাটো করেন নিজেদের অক্ষমতা থেকে। আবার সৃজনশীল ব্যক্তিরা এসে অপরের খুঁত দেখার চেষ্টা করেন বোধহয় ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে। এ যুগেযুগে ঘটেই এসেছে, এ চলবেই। কিন্তু এঁরা কখনোই সামগ্রিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে বা সাহিত্যকে ছোট করার চেষ্টা করেন নি। করা উচিতও নয়। এএথিক্স্ বোধহয় থাকা উচিত। এটাকেই বলে ডিগ্‌নিটি। নিজে হারিয়ে যাচ্ছি বলেই বোধহয় আত্মহারা হয়ে কুৎসিত আচরণ করছি। কিন্তু ডাক্তারদের ক্ষেত্রে দেখুন। তাঁরা নিজেদের ত্রুটি ঢাকতে চান। ডাক্তারদের নিয়ে এত গণ্ডগোলেও সবাই কেমন এককাট্টা কজন সেখানে লেখনী ধরে বাজার গরম করেছে! যা ঠিক তাই তুলে ধরা হয়েছে। ভয়আছে না জীবন মরণের ? শিল্পের জায়গাটা বড় স্পর্শকাতর বড় দুর্বল। তাই সকলে না বুঝলেও নাক গলান যায়,আবার স্বাধীন ভাবে প্রবেশ অধিকারও আছে।

শিল্পতো শুধু আজকের জিনিস নয়। আজকের সমাজ বা দেশের মানুষের জন্য নয়। আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি সারা বিশ্ব যুগ যুগ ধরে কাল থেকে মহাকালে এর প্রবেশাধিকার। আজ যা করা হলো তা

শুধু আজকের জন্য নয়, এর প্রবাহ অনাদি অনন্ত। সময় তার প্রবাহের সূক্ষ্ম ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকেবলবে এটা অক্ষয় অমর শিল্প, ওটা শিল্প নয়। কালের প্রবাহে আপনা থেকেই বাদ হয়ে যাবে। তাই বলি আপনি আমি কে? সময়ই বলবে, সে বিচারক --- কে মৃত্যুঞ্জয়ী। যতই নাচন - কোঁদন করা হ'ক না কেন তাঁর বিচার বড় সূক্ষ্মসে কারও ধার ধারে না --- না হুসেনের না আমাদের।

আমি ভাস্কর হয়ে বলতে চাই না --- তবু লেখার খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে স্ট্যামিনার কথা উনি বলেছেন, উনি কি জানেন একজন চিত্রশিল্পীর স্ট্যামিনা আর এক ভাস্করের স্ট্যামিনার আকাশ পাতাল তফাৎ? সে খোঁজ খবর কি তিনি রাখেন? তিনি তো দশ বারো দিনে ৭০/৮০ খানা ছবি আঁকতে পারেন। তিনি একবার একটি ভাস্কর্য করে দেখুন না, ওনার এই স্ট্যামিনা একটি ভাস্কর্যের আর্মেচার দাঁড় করাতে চলে যাবে। ভাস্কর্য গড়ে তোলা তো অনেক পরের কথা। প্রাচর মাধ্যম বলে, তিনি অষ্টাশি বছরের তণ। কি আনন্দ! তিনি শতায়ু হয়েও তণ থাকুন এ আমারও কামনা। এই তাণ্যকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে অপরকে হীন করে তাণ্যের অপমান না কন। আর গিমিকের আশ্রয় নিয়ে শিল্প ও শিল্পীর অমর্যাদা না কন। আমি চাই তাঁর কাজ দীর্ঘস্থায়ী হোক।

দীর্ঘকালীন উঁচুমানের কাজের স্ট্যামিনা এখন তাঁরও নেই। সকলের একটা বয়স পর্যন্ত তা ঠিকঠিক থাকে। প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে চিন্তা, কর্ম, তেজ, শারীরিক ক্ষমতা ও সৃষ্টিকর্মে স্ফুরণে ভাঁটা পড়তে থাকে। এর বাইরে মানুষ যেতেই পারে না। নিঃসন্দেহে এক সময় ভালো কাজ করেছেন, এখনো গ্রাফিক কোয়ালিটি ও রং এর ব্যবহার বেশ ভালো। এখন আর দেবার মতো বিশেষ কিছু নেই, গিমিক ছাড়া হারাবারও বোধহয় কিছুই নেই। একবার নিজের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কাজের পর্যালোচনা কন না। ৬০ এর দশকে কি কাজ করেছিলেন এখন কি করছেন? আত্মশুদ্ধির নিরপেক্ষ বিচার। এটাই তঁার নিজের কাজের সমালোচনা বা পর্যালোচনার অধিকার। এটা সব সৃষ্টিকরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; নিজের দিকে ঘুরে দঁাড়ালে ভেতরের সব কিছুই পরিস্কার দেখা যায়। স্বীকার করা যায কিনা জানি না। এত দিনের নিরলস সাধনার প্রতিষ্ঠা, এর অহমিকা --- তা তো আর আমাদের সহজে ছাড়বে না, ছাড়ার নয়ও বোধহয় হারিয়ে যাওয়ার ভয় বা ভীতি সব সময় তাড়া করে বেড়ায় সৃষ্টিকরদের অথবা প্রতিষ্ঠিত যে কোন ব্যক্তিকে। কাজে ও মনে পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। তাই কিছু না কিছু আঁকড়ে বাঁচতে চায়। এই পুনরাবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে নতুনতর রাস্তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। যাঁরা সত্যিকারের মহান ও সৃজনশীল তাঁরাই কেবল পারেন।যেমন রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবিতে আত্মপ্রকাশ ঘটালেন। অবনীন্দ্রনাথ কাটুম কুটমে অন্য মাত্রা যোগ করলেন সৃষ্টি বয়ে চললো নতুন ধারায়, শিল্পে কিছুই ফেলনা নয়, ফেলে দেওয়ার জিনিষ দিয়ে চললো আর এক রূপকল্পনা।নতুন চলার পথ। এ রকম আরও অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের ফুরাতে চান না। এ তো হলো বড় প্রতিভাবানদের কথা। কিন্তু আমরা কোথায় যাবো। মাঝারিদের বড় জ্বালা। কেবলি কাদা ছিটোই, আর গুঁতোগুঁতি করে মরি। আর মাঝেমধ্যে বিগত ও সমসাময়িক প্রতিভাবানদের খুঁত দেখাতে নেমে পড়ি। তখনি আমাদের মুখোশ খুলে যায়। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কখন কি করে ফেলি বোঝা যায় না। আর তখনি ঘটে অনর্থ।

অনেক ভেতরের কথা উঠে আসে, বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু ঠিকঠিক বলতে পারি কোথায়? আমাদের শামুকের স্বভাব যে, তাই সন্তর্পণে নিজেকে লুকিয়ে রাখি। যদি ধরা পড়ে যাই। যখনি ধরা পড়ে যাই তখনি অন্যের ঘাড়েবন্দুকরাখি। এটাই তো মনুষ্য সমাজের প্রকৃত চরিত্র। "আমার হারিয়ে যেতে নেই, মনে মনে" কিন্তু সম্মানের অহংকারের স্থানে? যে সাম্রাজ্য অবাধ বিচরণ আর প্রতিষ্ঠার! অতবড় হৃদয়ের ব্যাপ্তি গড়ে ওঠেনি। বোধ হয়, গড়ে ওঠেও না। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে শতাব্দীতে বোধ হয় এক আধজন জন্ম নেন। আরে বাবা নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপার কি দরকার! হয়েছ শিল্পের ঠাকুরটি, থাক ঠাকুরটি। অতকথা কেন? বেশী আস্ফালনে সমুদ্রে গলে যাবে যে! শিল্প সমুদ্রে আমরা এক একটি বুদবুদ মাত্র। কেউ একটু বড়, কেউ বা একটু ছোট। সব মিলিয়ে যাবে কালের ঢেউতে, কালের স্রোতে। যে বাঁচবে সে হবে মৃত্যুঞ্জয়ী। সেই বুদবুদে প্রতিফলিত হবে রামধুনুর সাত রং। দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে তার আভা। মুগ্ধ জগতবাসী শিল্পের অমৃতস্বাদ গ্রহণ করবে। বেশী আলোচনায় না গিয়ে যতটুকু পারি বা জানি তাই করে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিল্পে আমি সামান্য কর্মী মাত্র। এই কথা মেনে নিয়ে থাক না ফিদা হুসেনের আলোচনা।আপনা থেকেই এই মন্তব্য মুছে যাবে কালপ্রবাহে শিল্পী মন থেকে। শান্তিহোক, শান্ত হোক মন। চলুন, আবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে শু করি। জয়হোক মানুষের চিন্তাভাবনার, চেতনা, হৃদয়ের অনুভূতির ও উপলব্ধির। সৃষ্টি হোক নতুন থেকে নতুনতর শিল্পের।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com